Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২্ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২্ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর এক্সরে ক্লি...ক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্স... সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা ...

★ যথা সম্ভব কাজ করা আমাদের বিশেষ...

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়

৪৮শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৩রা জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৬৮ ইংরাজী 17th May. 1961 { ১ম সং...

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Servy

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ঝুল, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ব্রজশশী আয়ুর্বেদ ভবন

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর।

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৬৮ সাল।

জঙ্গিপুর সংবাদের অষ্টচত্বারিংশত্তম বর্ষ প্রবেশ

জঙ্গিপুর সংবাদ তার ৪৭ বৎসর বয়স অতিক্রম করিয়া ৪৮তম বৎসরে পদার্পণ করিল। রঘু-খগন্ধ পণ্ডিত প্রেসের স্বত্বাধিকারী ছাপার কাজ করিয়া খরচের সংস্থান করিতে পারিতেন না। মুন্সেফী আদালতের ডিক্রীতে স্থাবর সম্পত্তির নিলামের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া অন্যান্য স্থানের ছাপাখানার মালিকরা বেশ উপার্জ্জন করিতেন। ইহা দেখিয়া শ্রী—নিলামের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া রোজগারের লালসায় সন ১৩২১ সালের ৬ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার পণ্ডিত প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত "জঙ্গিপুর সংবাদ" প্রকাশ করেন।

দ্বিতীয় বর্ষে জঙ্গিপুর সংবাদ তাহার বাঞ্ছিত নিলামের বিজ্ঞাপন পাইয়া ধন্য হইল। প্রত্যেক মাসে নিলামের ঢোল ঘাড়ে লইয়া সংবাদ-পত্র প্রকাশিত হইতে লাগিল। সম্পাদক ও প্রকাশক শরৎ পণ্ডিত নিজের পেটের জন্য নিলামের ঢোল বাজাইতে লাগিলেন, উপকার হইতে লাগিল (অবশ্য পরোক্ষে) জোতদার, রেহানদার মহাজন-দের, নিলামে সম্পত্তি ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিগণের। গোপনে কাহারও সম্পত্তি বিক্রয় করা বা ক্রয় করার ফন্দী ফিকির প্রায় বন্ধ হইল। এই ব্যাপার ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ভগীরথ গঙ্গা আনিলেন তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ সগরকুল উদ্ধারের জন্য, গঙ্গার আগমনে তাঁহার পবিত্র বারি-সংস্পর্শে উদ্ধার হইল কীট পতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া বহু মহাপ্রাণী।

অন্যের সম্পত্তি নিলাম হইবে, আমরা তাহাতে লাভবান হইব, এই উচ্চ আশা ভাগাড়ে শৃগাল শকুনির মৃত জন্তু আমদানীর আশা অপেক্ষা কোনও অংশে উচ্চতর নহে। এ বৃত্তিকে শকুন-বৃত্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৃত্তি ও প্রবৃত্তি যতই হীন হউক, ইহাতে আদালতের সুবিচারের সহায়তা হয়। নিলাম রদের মামলায় সরকারের ঘরে যে সমস্ত কাগজাত প্রমাণ-স্বরূপ গ্রাহ্য হয়, তাহা নষ্ট হইলেও জঙ্গিপুর সংবাদের যে কোনও বৎসরের নিলামের কাগজ প্রমাণ-স্বরূপ গ্রাহ্য হইয়া থাকে।

জঙ্গিপুর সংবাদ দুই দুইটি মহাযুদ্ধের মহার্ঘতা সহ্য করিয়াও তাহার বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকার এক কপর্দ্দকও বৃদ্ধি করে নাই। নয়া পয়সার ফেরে পোষ্টেজ বৎসরে সাড়ে বার আনা স্থলে ১৲ এক টাকা হওয়ায় পোষ্টেজ বাবত মাত্র চারি আনা বৃদ্ধি হইয়াছে।

আমরা জঙ্গিপুর সংবাদের এই নব বর্ষ প্রবেশে প্রতিজ্ঞা করিতেছি—দুর্নীতি ও অত্যাচারের কাগজাত প্রমাণ পাইলেই তাহা পত্রস্থ করিয়া অনাচারী ও অত্যাচারীর মুখোস খুলিয়া দিতে একটুও দ্বিধা করিব না। আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষি-গণের শুভেচ্ছাই আমাদের পাথেয়।

স্বাধীন দেশে মাতৃভাষার অনাদর

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ভারতবর্ষ ও আঙ্গিক রাজ্যগুলিতে নিজ নিজ ভাষায় সরকারী কাজকর্ম্ম পরিচালনা করা উচিত বলিয়া স্থির হয় ও সে মতে আইন ও নানাভাবে ব্যবস্থাও অবলম্বিত হইতে থাকে। আজ স্বাধীনতার চৌদ্দ বৎসর পরে প্রায় সব রাজ্যেই আভ্যন্তরীণ কার্য্যকলাপে অন্ততঃ সেই সেই রাজ্যের মাতৃভাষা যথাযথ মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে অথবা করিবার নিকট পর্য্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কিন্তু পৃথিবীতে স্বীকৃত, অমর লেখনী দ্বারা পরিচিত ও রুচিময় ও শ্রীসমৃদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত বাংলা ভাষা বাঙ্গালীর রাজ্যে আজিও সে মর্য্যাদা লাভের পর্য্যায়ে পৌঁছে নাই। বহুপূর্ব্বে উচিত হইলেও ঔচিত্য সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের এতদিনে উপলব্ধি ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু তবু সে উপলব্ধিতায় গভীরতাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। স্থির ছিল যে গত ৮ই মে কবিগুরুর জন্ম-শত-বার্ষিকীর মহাপুণ্যক্ষণে এ সম্পর্কে স্থির ব্যবস্থা করা ঘোষিত হইবে ও আইনের দ্বারা লোকমনে নিজ মাতৃভাষার সম্যক যথার্থতা উপলব্ধি করান হইবে। কিন্তু বেশীর ভাগ মানুষ উৎকণ্ঠিত চিত্তে উদগ্রীব হইয়া থাকিলেও শেষাবধি গত ৮ই মে যাহা ঘোষিত হইয়াছে তাহা বিদ্রূপের ভাষ্যই বহিয়া আনিয়াছে। কারণ সারা দুনিয়ায় যে ভাষা আজ তার আসন পাইয়াছে সেই ভাষা নিজভূমে যদি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে দুস্তর বাধার সম্মুখীন হয় তবে তাহা বিদ্রূপের ন্যায়ই শুনিতে লাগিবে বৈকি? এ বাধা বাস্তবিক না মানসিক সেটাই প্রশ্ন। তথাকথিত ইংরাজী নবিশীয়ানদের মনোপলিজমে এমনই এক অদ্ভুত অবস্থা যে মানসিক দিক দিয়ে এরা বাঙ্গালী হইয়াও রুচিবিকার বশতঃ পর সংস্কৃতির নিগূঢ় বন্ধনে আবদ্ধ। ইতিহাসে অন্যত্র ইহার তুলনা নাই।

যাই হোক অনেক গরিমসির পর গত ৮ই মে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বাংলা ভাষা যে সরকারীভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত স্বীকার করিয়া তাহা নীতি-গতভাবে সরকারী তরফে স্বীকৃতি দিয়াছেন। কিন্তু স্বীকৃতি দিয়াও এই কার্য্যকে বাস্তবরূপায়ণে যে অসুবিধা আছে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। অসুবিধার হেতু হিসাবে তিনি পর্য্যাপ্ত টাইপ রাইটার এবং ষ্টেনোগ্রাফারের অত্যাল্পতা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁর স্বীকৃতিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলা যায় যে নিজভূমে নিজ ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করিবার যে বাধা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন তাহা আজিকার বিজ্ঞান প্রভাবিত সভ্যযুগে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। সংলগ্ন রাজ্যে যখন হিন্দীকে প্রতিষ্ঠা করিয়া টাইপ রাইটার, ষ্টেনোগ্রাফার সবই যোগাড় হইতে চলিয়াছে তখন এ রাজ্যে এ যুক্তি খাটে কেমন করিয়া তাহা বোঝা যায় না। তবে তাঁহার সমগ্র বিবৃতিতে ইহাই প্রচ্ছন্নভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে যে এ রাজ্যে সরকারী যন্ত্রে অদৃশ্য এমন এক শক্তি আছে যাহা বাংলার প্রতিষ্ঠাকে আজও নেটিভিয়ানা বলিয়া মনে করে যদিও বাংলাভাষা যে সমৃদ্ধ তাহা অস্বীকার করিতে পারে না। তাহারা জানে যে বাংলাভাষার সম্যক প্রতিষ্ঠা তাহাদের মুরুব্বিয়ানাকে ম্লান করিয়া দিতে পারে।

পশ্চিম বঙ্গের সর্বত্র সিমেন্টের উপর নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা

রাজ্য সরকার কর্তৃক পুনরায় প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত

দার্জিলিং, ১৬ই মে পশ্চিম বঙ্গ সরকার পশ্চিম বঙ্গের সর্বত্র সিমেন্টের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আবার চালু করিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছেন।

রাজ্যব্যাপী সিমেন্টের দারুণ অভাবের পরিপ্রেক্ষিতে সিমেন্টের যথাযথ বণ্টন ব্যবস্থা ও কালোবাজার নিরোধের জন্য এই সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছে।

দুই এক দিনের মধ্যেই সরকারের নিয়ন্ত্রণাদেশ জারী হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। 'যুগান্তর'

তুলসীবিহার মেলা

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় জঙ্গিপুরের শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবনবিহারী দেবঠাকুর, অন্যান্য বিগ্রহাদি ও বালিঘাটার শ্রীশ্রী৺শ্যামরায় দেবঠাকুরের আগমন উপলক্ষে রঘুনাথগঞ্জ তুলসীবিহার বাটীতে চারি দিবস-ব্যাপী এক মেলা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মেলায় মনোহারী, মিষ্টান্ন, পাথরের বাসন, শঙ্খের দোকান ও নানাবিধ তেলেভাজা খাবারের দোকান বসিয়াছিল। দোকানের সংখ্যা অধিক থাকায় বেচাকেনা আশানুরূপ হয় নাই।

মেলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ, যুবসঙ্ঘ ব্যায়াম মন্দির ও পাঠচক্রের সভ্যগণ, শ্রীতারাপদ সেন, শ্রীসূর্য্যনারায়ণ ঘোষাল, শ্রীজয়গোপাল দত্ত, শ্রীবলহরি দাস প্রমুখ ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। মেলা শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

রাজ্যপাল শ্রীমতী নাইডু

দুই মাসের ছুটি লইয়া বিদেশ ভ্রমণ

পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে দুই মাসের ছুটি লইতেছেন। ছুটিতে তিনি ইউরোপ সফরে যাইবেন। প্রকাশ ঐ সময় কলিকাতা হাইকোর্টের বিদায়ী বিচারপতি শ্রীসুরজিৎ লাহিড়ী অস্থায়ী রাজ্যপালরূপে কাজ করিতে পারেন।

জঙ্গিপুর মহকুমা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী

জঙ্গিপুর মহকুমা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সমিতির উদ্যোগে রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পার্কে গত ৮ই মে হইতে ১৪ই মে পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী কবিগুরুর শততম জন্ম-জয়ন্তী পালিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে সঙ্গীত, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, জলসা, নাটকাভিনয় ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যহ অগণিত নরনারী ও শিশুগণ উৎসবক্ষেত্রে সমবেত হইয়া প্রত্যেক অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন। বিশ্বকবির শততম জন্ম-জয়ন্তী জঙ্গিপুর মহকুমার সকল বিদ্যালয়ে, ক্লাবে, সভায়, পল্লীতে, নগরে সাধ্যমত সমারোহের সহিত প্রতিপালিত হইয়াছে।

শিক্ষকের বিদায় অভিনন্দন সভা

গত ১৪ই মে রবিবার সকালে জঙ্গিপুর সর্ব্বার্থসাধক উচ্চতর বিদ্যালয়ের অন্যতম জনপ্রিয় ছাত্রদরদী শিক্ষক শ্রীপ্রভাতনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বিদায় অভিনন্দন সভা স্কুল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্কুলের সম্পাদক শ্রীমুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর স্কুলের শিক্ষক শ্রীলুতফল হক, এম-এল-এ, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বড়াল, শ্রীঅবনীকুমার রায়, শ্রীবরুণ রায়, ডাঃ শ্রীউমাপ্রসাদ সিংহ এবং ছাত্রগণের পক্ষ হইতে বক্তৃতা করা হয়। ছাত্রগণ প্রভাত বাবুকে অভিনন্দন পত্র, পুস্তক ও কলম দিয়া সম্মানিত করে। প্রভাত বাবু সুদীর্ঘ তেইশ বৎসরকাল সুনামের সহিত এই স্কুলে শিক্ষকতা করেন।

অগ্নিদাহে ৮ জনের মৃত্যু

গত ১৮ই এপ্রিল সুবাবই থানার হামিদপুর গ্রামে তিনটি বিবাহিতা মহিলাসহ ৮ জনের মর্ম্মান্তিক মৃত্যু ঘটিয়াছে। প্রকাশ বিবাহ উপলক্ষে আগত ৮ ব্যক্তি দ্বিপ্রহরে উক্ত গ্রামের একটি ঘরে নিদ্রা যাইতেছিল। সেই সময় কোন প্রকারে আগুন লাগিয়া উক্ত গৃহের চাল ধ্বসিয়া গিয়া উক্ত নিদ্রিত ব্যক্তিদের চাপা দেয় এবং ফলে তাহাদের মৃত্যু ঘটে। 'বীরভূম-বাণী'

দাতার ১নং মূর্ত্তি

ত্রাসক তোষ

দাতা—আমি স্ব-ইচ্ছায় দিচ্ছি। এতো যত্নের ঘী পড়
(স্বগতঃ) দশের দশকর্ম্ম ক'রে দশের কাজে
সাজা আমার অভ্যাস।

দাতার ২নং মূর্ত্তি

স্বজন শোষণ

দাতা—তোমার মেয়ের বিয়ের টাকা আমার কাছে জমা
রেখেছ! মাথা খারাপ নাকি?
(স্বগতঃ) আমার বাক্স ডাকঘরের চিঠির বাক্সের
মত। যা দিবে ঢুকবে, বেরুবে না।

ছাত্রের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ

চাকবু গত বুধবার ২৭শে বৈশাখ বীরভূম জেলা রবীন্দ্র পদ্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে সাঁইথিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ এখানে রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি প্রতিভা' অভিনয় করিতে আসেন। এই সব আগন্তুক ছাত্রী এবং শিক্ষিকাদের ডাঙ্গালপাড়ায় যে বাড়ীতে বিশ্রাম করিতে দেওয়া হয় সেই বাড়ীর নিকটবর্ত্তী একটি বাড়ীতেই সিউড়ী শিল্প বিদ্যাপীঠের একটি হোষ্টেল। এই স্থানে বিশ্রামরতা ছাত্রী এবং শিক্ষিকাদের উদ্দেশ্যে হোষ্টেল হইতে একদল ছাত্র অশ্লীল বাক্যবর্ষণ করিতে থাকে এবং কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী করিতে থাকে বলিয়া জানা যায়। এমন কি, এই অবস্থায় শিক্ষিকা এবং ছাত্রীগণ বিব্রত ও অসহায় বোধ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই সময় নেতৃস্থানীয় কেহ কেহ ঘটনা-স্থলে উপস্থিত হওয়ায় এই সব অত্যুৎসাহী ছাত্রেরা নাকি ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া পড়ে। এই সম্পর্কে জেলা কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি অকর্ষণ করা হইলে তাঁহারাও ইহার যথোচিত ব্যবস্থা করিতেছেন বলিয়া জানান।

'বীরভূম-বাণী'

অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া নরনারীর প্রজননশক্তি নষ্ট করার ব্যবস্থা

নয়াদিল্লী, ২রা মে—অদ্য রাজ্যসভায় প্রশ্নোত্তর-কালে স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী ভি পি কারমারকার বলেন যে, টাকা দিয়া প্রাপ্তবয়স্কদের প্রজননশক্তি নষ্ট করিয়া ফেলার কার্য্যে উৎসাহদানের যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে উহাতে আশাতীতভাবে সাড়া পাওয়া যাইতেছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন যে, সকল রাজ্য বিশেষ করিয়া যে সমস্ত অঞ্চলে অস্বাভাবিকভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে তথায় উক্ত পরিকল্পনাটি সম্প্রসারিত হইয়াছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রজননশক্তি নষ্ট করিবার জন্য যাহারা অস্ত্রোপচারে রাজী হইবে তাহাদের অর্থাৎ পুরুষদের প্রত্যেককে ১৫৲ টাকা এবং প্রত্যেক নারীকে ২৫৲ টাকা এবং স্বেচ্ছায় ঐ বিষয়ে যে সব প্রতিষ্ঠান অগ্রণী হইবে তাহাদের প্রত্যেক অস্ত্রোপচারের জন্য ৫৲ টাকা দেওয়া হইবে।

'বীরভূম-বাণী'

বিজ্ঞাপন-বৈচিত্র্য

জ বা কু সু ম তৈ লে র গু ণ অ তু ল নী য়

উল্লিখিত বাক্যের যে কোন অক্ষর কেহ মনে করিলে, তাঁহার মনোনীত অক্ষর নিম্নলিখিত কবিতার সাহায্যে বলিয়া দেওয়া যায়। মনে করুন কেহ (লে) মনে করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন আপনি নিম্নলিখিত পদ্যটী পড়িয়া বলুন কোন্ কোন্ ষ্ট্যাঞ্জায় আপনার অক্ষরটী আছে। তিনি পাঠ করিয়া অবশ্য বলিবেন (২) ও (৫) ষ্ট্যাঞ্জায় আছে। কারণ (লে) আর কোন ষ্ট্যাঞ্জায় নাই। আপনি ২ ও ৫ যোগ করুন, যোগফল হইল ৭। তাঁহার মনোনীত অক্ষর ঠিক ৭ম স্থানে আছে। এইরূপে সব অক্ষর বলা যায়।

(১)

আয়ুর্ব্বেদ-জলধিরে করিয়া মন্থন,
সুক্ষণে তুলিল এই মহামূল্য ধন।
বৈদ্যকুল-ধুরন্ধর স্বীয় প্রতিভায়;
এর সমতুল্য তেল কি আছে ধরায়?

(২)

এই তৈলে হয় সর্ব্ব শিরোরোগ নাশ,
অতুল্য ইহার গুণ হয়েছে প্রকাশ।
দীনের কুটির আর ধনীর আবাসে,
ব্যবহৃত হয় নিত্য রোগে ও বিলাসে।

(৩)

চুল উঠা টাকপড়া মাথা ঘোরা রোগে,
নিত্য নিত্য কেন লোক এই দেশে ভোগে!
সুগন্ধে ও গুণে বিমোহিত হয় প্রাণ,
সোহাগিনী প্রসাধনে এই তেল চান।

(৪)

কমনীয় কেশ গুচ্ছ এই তেল দিয়া,
কৃষ্ণবর্ণ হয় কত দেখ বিনাইয়া,
তুষিতে প্রেয়সী-চিত্ত যদি ইচ্ছা চিতে,
অনুরোধ করি মোরা এই তৈল দিতে।

(৫)

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ চৌত্রিশ নম্বর—
বিখ্যাত ঔষধালয় লোক হিতকর
অবনীর সব রোগ হরণ কারণ,
ঔষধের ফলে তুষ্ট হয় রোগিগণ।

রচনা—শ্রীশরৎ পণ্ডিত (দা'ঠাকুর)

এক সাধ্বী কাঙাল গৃহিনী স্বামীকে চাকরীস্থল জঙ্গিপুরে আসার জন্য অবকাশের পর বিদায় দিয়ে 'জঙ্গিপুর সংবাদে" নিম্নলিখিত কবিতাটি প্রকাশ জন্য ডাকে পাঠিয়েছিলেন। ইংরাজ রাজত্বে উহা প্রকাশ করিয়াছিলাম। বর্ত্তমান স্বাধীন রাজ্যে মা-লক্ষ্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ জন্য উহা পুনর্মুদ্রিত হইল।

সহধর্ম্মিণী

—•—

আলুভাতে ভাত রেঁধেছি
খেয়ে যাবে চাট্টি ক'রে;
খালি মুখে গেলে পরে
বেয়ারাম হবে পিত্তি প'ড়ে।
"রাস্তা খরচ নাইক হাতে"
বলেছিলে আমায় কাল,
টাকার [illegible] দেরী হ'ল
[illegible]হইলে রাঁধা হতো ডা'ল।
পাঁচ[illegible] টাকা [illegible]লাম নিয়ে,
রা[illegible] মশায়ের বাড়ী থেকে।
আনা সুদে কর্জ্জ ক'রে
খোকার তবক বাঁধা রেখে।
যাচ্ছ মেলেরিয়ার দেশে,
সাবধান হ'য়ে যেন থেকো;
খোকার দিব্বি থাকে তোমায়
একটি কথা মনে রেখো।
কষ্টে সৃষ্টে দিন কাটাবো
না খেয়ে নয় যাব মারা,
একটি পয়সা নিয়োনাকো
কেবল ন্যায্য মাইনে ছাড়া।
মনে রেখো ঘুষের টাকায়
হবেনাক কোন ফল,
কেবল লোকের অভিশাপে
খোকার হবে অমঙ্গল।
বাপের বাড়ী যাব না আর
যদিও সুখ বাপের ঘরে,
কাঙাল মোরা তাইতে আমায়
বৌদিদিরা ঘেন্না করে।
যে চাল আজও ঘরে আছে,
মা বেটার খুব এ মাস যাবে।
তাকে টাকা পাঠিয়ে দিও
যখনি তুমি মাইনে পাবে।
আর বেশী ক'রোনা দেরী
হ'য়ে এল ট্রেনের বেলা,
দুর্গা! দুর্গা! দুর্গা! দুর্গা!
জয় মা সর্ব্বমঙ্গলা!
সুমতি দাও দয়াল হরি
ধর্ম্ম রেখো দয়াময়!
ঘুষের অন্ন খাবার আগে
যেন আমার মৃত্যু হয়।
কাঙাল সাধুর পত্নী ক'রে
রাখিস মোরে মা ভবানী।
ঘুষখোর তস্করের ঘরে
চাইনা হ'তে রাজার রাণী।
ঘুষখোর বাবুর টেরীর উপর
হয় না কেন বজ্রপাত,
(তাদের) কাঙাল কাঁদা ঐশ্বর্য্যেতে
করি আমি পদাঘাত।

———

শ্রীশ্রীগন্ধেশ্বরী পূজা

বহুদিন হইতে রঘুনাথগঞ্জের বণিক-সম্প্রদায়ের উদ্যোগে দুইখানি প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পৃথকভাবে শ্রীশ্রীগন্ধেশ্বরী দেবীর পূজার্চ্চনা হইত। এবার চাউলপটীর ব্যবসায়িগণের আগ্রহ ও ঐকান্তিক চেষ্টায় আর একখানি শ্রীশ্রীগন্ধেশ্বরী পূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শেষোক্ত প্রতিমার উদ্যোক্তাগণ পূজা-প্রাঙ্গণে বিচিত্র অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

———

লক্ষ্মীনারায়ণ পূজা

রঘুনাথগঞ্জের অনতিদূরে নিস্তা গ্রামে শ্রীযতীন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয় নিজ ব্যয়ে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দেবের পাকা দালান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। গত ৩০শে বৈশাখ নবনির্ম্মিত ঘরে শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ দেবের প্রতিমা পূজা সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে গান বাজনার ব্যবস্থা ছিল।

———

মুর্শিদাবাদ ইনষ্টিটিউট অবক টেকনোলজি, বহরমপুর

মুর্শিদাবাদ ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজিতে সিভিল, মেক্যানিক্যাল ও ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইনজিনিয়ারিং ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্ত্তির জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। দরখাস্তকারীর সর্ব্বনিম্ন যোগ্যতা স্কুল ফাইনালে পাশ বা তাহার সমান পরীক্ষায় পাশ। বয়স গত ১লা জানুয়ারীতে ১৫ বৎসর হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে হইতে হইবে (তপশীলভুক্তদের পক্ষে ২১ বৎসর পর্য্যন্ত)। ইনষ্টিটিউটের অফিস হইতে প্রাপ্তব্য নির্দ্দিষ্ট ফরমে প্রস্পেক্টাসে লিখিত নিয়মানুযায়ী দরখাস্ত পাঠাইতে হইবে। নগদ ৫০ নয়া পয়সা জমা দিলে অফিস হইতে ভর্ত্তির ফরম ও প্রস্পেক্টাস পাওয়া যাইবে। প্রিন্সিপ্যালের নামে ৫০ নয়া পয়সা মনিঅর্ডার কিংবা ক্রসড পোষ্ট্যাল অর্ডারের সহিত ২৫ নয়া পয়সার ষ্ট্যাম্পযুক্ত দরখাস্তকারীর ঠিকানা সম্বলিত ৯"×৪" সাইজের খাম পাঠাইলেও ইহা ডাকে পাঠান হয়। দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ আগামী ১৩ই জুন।

জুন মাসের শেষের দিকে নির্ব্বাচিত প্রার্থীদিগকে ইংলিশ কম্পোজিসন্, জেনারেল নলেজ, ড্রয়িং ও ম্যাথামেটিক্স (স্কুল ফাইনাল ষ্ট্যাণ্ডার্ড) পরীক্ষায় বসিতে হইবে (স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ফল বাহির না হইলেও)।

ভর্ত্তির দরখাস্ত ইনষ্টিটিউটের প্রিন্সিপ্যালের নামে পোঃ "কাশিমবাজার রাজ" ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

প্রকাশ থাকে যে যাহারা গত স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় বসিয়াছে তাহারাও দরখাস্ত দিতে পারিবে। হষ্টেলে থাকার ব্যবস্থা আছে।

———

ওয়েষ্ট বেঙ্গল বুক-বাইণ্ডিং হল

এখানে সকল প্রকার বই ও খাতা সু বাঁধান হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীজি. সি. ঘোষ, রঘুনাথগঞ্জ।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ,
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী
ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর নির্দ্ধারিত মূল্যে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী।
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬
টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৫১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কি যাহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে যথার্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটার সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১·১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।

সোল এজেন্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি। হোমিও পেটেণ্ট "আইওলিন" চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।